ভোরের কাগজ

NOV. 02 2002

বগুড়ায় বঙ্গবন্ধু কৃষি কলেজের নাম পাল্টে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, থানায় মামলা

বগুড়া প্রতিনিধি : বগুড়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি কলেজের নাম পরিবর্তন করে বগুড়া কৃষি কলেজ নাম রাখার এবং এই নামে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করায় আদালতে মামলা হয়েছে। মামলায় বগুড়া কৃষি কলেজ নামের কোনো কলেজের অস্তিত্ব নাই এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ কমিটির সকল সিদ্ধান্ত অবৈধ ঘোষণার দাবি করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক প্রভাষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন জানানো হয়েছে।

এই আবেদন অনুযায়ী উল্লিখিত নিয়োগের ব্যাপারে কেন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ জারি করা হবেনা, নোটিশ প্রাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে তার কারণ জানানোর জন্য বগুড়ায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা বিএনপির সভাপতিসহ বগুড়া কৃষি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির ৯ জন সদস্যের প্রতি কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হয়েছে। বগুড়ার প্রথম যুগ্ম জেলাজজ গত বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন।

যাদের প্রতি এই নোটিশ জারি করা হয়েছে তারা হলেন বগুড়ার জেলা প্রশাসক সাফিজ উদ্দিন আহমেদ, পুলিশ সুপার খান সাঈদ হাসান, জেলা বিএনপির সভাপতি এড. এ কে এম মাহবুবর রহমান, আমজাদ হোসেন তাজমা (বগুড়া চেম্বারের সভাপতি), বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির অতিরিক্ত মহাপরিচালক এম কে জহুরুল ফেরদৌস, তাহের উদ্দিন চৌধুরী (জিয়া পরিষদ নেতা) আফজাল হোসেন, মাহবুবার রহমান ও অধ্যক্ষ ডা. আব্দুর রশিদ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি কলেজের প্রভাষক মোঃ ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বগুড়ায় বঙ্গবন্ধু কৃষি কলেজের নাম পাল্টে

● শেষের পাতার পর

সিদ্দিকুর রহমানসহ ঐ কলেজের ১৯ জন শিক্ষক ও কর্মচারী বাদী হয়ে ঘোষণামূলক মামলাটি দায়ের করেন।

মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বগুড়া সদরের চকজোড়া মৌজায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠিত। অথচ বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই কলেজের নাম পরিবর্তন করে এই কলেজের জমির ওপরই 'বগুড়া কৃষি কলেজ' নামে নতুন কলেজের কার্যক্রম নতুন কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করার অনুমতি চেয়ে শিক্ষামন্ত্রী বরাবর বিবাদী এড. মাহবুব আবেদন করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি রেজিস্ট্রার দিকনির্দেশনার অভিমত দেন। পরে এই অবৈধ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক অধ্যক্ষ গত ২০ অক্টোবর বগুড়ার একটি পত্রিকায় ঐ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। বগুড়া সদরের চকজোড়া মৌজায় বগুড়া কৃষি কলেজ নামে কোনো কলেজের অস্তিত্ব নেই, কোনো বিল্ডিং, আসবাবপত্র, ছাত্রছাত্রী নেই। ভুয়া কলেজের ভুয়া কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়।